যায়যায়দিন

তারিখ ... 19 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতারণা

এম মামুন হোসেন

বিতর্কিত আউটার ক্যাম্পাস, দূরশিক্ষণ বন্ধ ও মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সর্তক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, এ বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এসব ভুঁইফোড় ও ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সর্তক করে।

এ ব্যাপারে ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা নিয়ে প্রতারণা সহ্য করা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেখানে নতুন করে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। ইতিমধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সর্তক করা হয়েছে।

তিনি জানান, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির রাজশাহী আউটার ক্যাম্পাসে ছাত্র বিক্ষোভসহ বিশ্ববিদ্যালয়টির চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাতে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় দুজন উপাচার্য দিয়ে চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ইউজিসি থেকে বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

তবে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, আইনের অভাবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। ৯২ ও সংশোধিত ৯৮ সালের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আওতায় বর্তমানে দেশের ৫২টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে। নানা অনিয়মসহ শিক্ষার মান নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষারমান সব মহলে প্রশংসিতও হয়েছে।

জানা গেছে, ২০০৫ সালে ইউজিসির তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষারমান নির্ধারণ ও অনিয়ম তদন্ত করে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল। ওই কমিটির সুপারিশে সরকার নতুন একটি আইনের খসড়াও চূড়ান্ত করলেও নানামুখী চাপের মুখে সেটি আলোর মুখ দেখেনি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করেছিল। সংসদের প্রথম অধিবেশনে অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত না করায় সেটিও বাতিল হয়ে যায়। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মিট দ্য রিপোর্টার্সে জানান, ১০ বছরেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন আইন কোনো সরকার না করলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন আইন শিগগিরই তৈরি হচ্ছে।

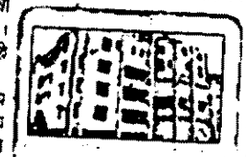

আউটার ক্যাম্পাস, দূরশিক্ষণ বন্ধ ও মানোন্নয়ন করতে ইউজিসির হুশিয়ারি

ইউজিসি সূত্র জানায়, সনদ বাণিজ্যের ব্যাপক অভিযোগের কারণে ২০০৭ সালের আগস্টে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর আগে বিদেশি ও অবৈধ ৫৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি তালিকা তারা গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে। অধ্যাপক মো. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে ওই তদন্ত কমিটি ৫৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আটটিকে নীতিমালা পূরণে ব্যর্থ এবং অতি নিম্নমানের হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করেছিল। শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, প্রশাসনিক ভবন ও ক্যাম্পাস না থাকা, পার্টটাইম শিক্ষকনির্ভর হওয়া, অনুমোদন ও অনুমতি ছাড়া ক্যাম্পাস চালানো, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে গচ্ছিত অর্থ তুলে নেয়া ও জামানতের ক্ষেত্রে ছলচাতুরি, শিক্ষার নামে বাণিজ্য ইত্যাদি দিকে লক্ষ্য রেখে ছয়টি অধিকাংশ শর্ত পূরণে ব্যর্থ, ১০টি আংশিক ব্যর্থ, ১০টির মান আশাপ্রদ, নয়টি মোটামুটি সন্তোষজনক এবং ১০টি সন্তোষজনক হিসেবে চিহ্নিত করে।

ইউজিসি সূত্রে আরো জানা গেছে, বর্তমানে কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক আউটার ক্যাম্পাস রয়েছে। এগুলো হচ্ছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, রয়েল ইউনিভার্সিটি, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অফ ইন্টারন্যাশনাল টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স (ইউআইটিএস), চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ইউএসটিসি), ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি এবং লিডিং ইউনিভার্সিটি।

এছাড়া তিনটি ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে দূরশিক্ষণের নামে শিক্ষা ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে ইউজিসির কাছে। দূরশিক্ষণ পরিচালনাকারী তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি এবং শান্তামারিয়াম ইউনিভার্সিটি। সরকারের ২০০৭ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের আউটার ক্যাম্পাসে নতুন করে কোনো ছাত্র ভর্তি করতে পারবে না।